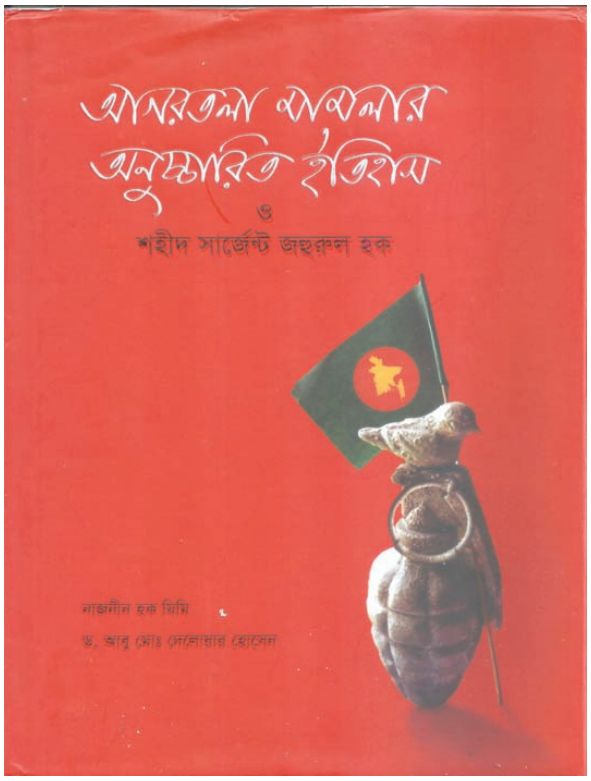

অর্চি মিত্র

ইতিহাসের ধারাভাষ্যের চেয়ে অনুচ্চারিত এই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেই মূলত সুসম্পাদিত ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে দিয়েছেন দুই লেখক। চারটি বিভাগে বইটি তৈরি হয়ে উঠেছে। প্রথমেই আছে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত, বৈরী সাক্ষী, চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ। বোঝাই যায়, প্রধানত প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে মৌখিক ও লিখিত উৎসের সাহায্যে ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে চান লেখকদ্বয়।

বই তরণী

অনুচ্চারিত ইতিহাস

বাংলাদেশের জন্মের যে প্রধান ইতিহাস তার গভীর বিস্তারে আরও কয়েকটি ইতিহাসের ভূমিকা আছে। তেমনই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আগরতলা মামলা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা আন্দোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশের জন্ম হয় তার ইতিহাস মুখ্যত অনেকগুলি শাখা ইতিহাসের সমন্বয়। সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মতোই এই ইতিহাসেরও বেশ কিছু মানুষ উপেক্ষিত হয়ে আছেন। উপেক্ষিত এবং অনুচ্চারিত। আর তেমনই একটি অনুচ্চারিত ইতিহাসের নাম আগরতলা মামলার ইতিহাস। সেই ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতায় শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভূমিকার গুরুত্বকে সবিস্তারে ধরতে চেয়েছেন। নাজনীন হক মিমি এবং ড. আবু মোঃ দিলওয়ার হোসেন, তাঁদের 'আগরতলা মামলার অনুচ্চারিত ইতিহাস ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক' বইয়ে।

ইতিহাসের ধারাভাষ্যের চেয়ে অনুচ্চারিত এই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেই মূলত সুসম্পাদিত ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে দিয়েছেন দুই লেখক। চারটি বিভাগে বইটি তৈরি হয়ে উঠেছে। প্রথমেই আছে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত, বৈরী সাক্ষী, চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ। বোঝাই যায়, প্রধানত প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে মৌখিক ও লিখিত উৎসের সাহায্যে ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে চান লেখকদ্বয়। এই বিভাগের পরেই আছে আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার। এর মধ্যে মিসেস কোহিনূর হোসেন, আবু আহাদ, মিসেস ফজলুল হক, মিসেস মাজেদা শওকত, মিসেস নিলুফার দিল আফরোজ হুদার সাক্ষাৎকার। অত্যন্ত যত্ন এবং সহানুভূতির সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। আর সে কারণেই বোধহয় সাক্ষাৎকারদাতারাও প্রাণ খুলে কথা বলেছেন গ্রন্থলেখকদের সঙ্গে।

এ বইয়ের প্রধানতম অংশ সম্ভবত আগরতলা মামলায় শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার। এই শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রনায়ক। তখনকার পাকিস্তান সামরিকবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর যে সব দুঃসাহসী কর্মকর্তা পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন তথা স্বাধীনতার দাবিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপেক্ষা করেও মুখর হয়েছিলেন, জহুরুল ছিলেন তাদের অন্যতম।

১৯৩৫–এর ৯ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি জেলার সুধারাম থানার সোনাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জহুরুল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন তিনি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ তিনি ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে করাচিতে থাকতেন। ১৯৬৮–র ২৯ জানুয়ারি তিনি অবসর গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তার সাতদিন আগে, ২২ জানুয়ারি তাঁকে আগরতলা মামলায় গ্রেফতার ও আসামি করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হল। এই আগরতলা মামলাটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলোচ্য বইয়ের লেখকদ্বয় 'তথাকথিত' বলেছেন।

মামলাটি সম্পর্কে একটু আলোচনা না করলে সেই পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্ট হবে না। আসলে মামলাটি ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য। যে কোনও রাষ্ট্রবিরোধী স্বাধীনতার যুদ্ধকেই একটি ছোট পরিসরের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখানো ইতিহাসে বহু পরিচিত। সেভাবেই এই মামলাটির ব্যাপকতা ছোট করে দেখানোর জন্য পাকিস্তানিরা একে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলেছিল। আর এই মামলাটিতেই গ্রেফতার করে সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

সেই স্বল্পকথিত ইতিহাসের নানা অপঠিত পাতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটিতে। এই তথাকথিত আগরতলা মামলার প্রথম অভিযুক্তই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

ইতিহাসের এই নানা উপাদান একত্র করার কাজটিতে নাজনীন হক মিমি যথেষ্ট নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছেন। উপস্থাপনায় সংযম আর এই নিরপেক্ষতা এই দু'টিই এ বইয়ের সবচেয়ে বড় গ্রহণযোগ্যতা হয়ে উঠবে। পারিবারিকভাবে নাজনীন ছোটবেলা থেকেই দেশের জন্য পরিবারের সদস্যদের আত্মত্যাগের কথা শুনে বেড়ে উঠেছেন। বাবা এ এস এম মাহবুবল হক ছিলেন বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের কর্মকর্তা। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলেও অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন মানুষ ছিলেন তিনি। আর ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। একইসঙ্গে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রোভোস্ট এবং ভাষা শহিদ বরকত জাদুঘর ও সংগ্রহশালার পরিচালক। স্থানীয় ইতিহাসের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞতার জন্য তিনি বিখ্যাত। মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাসের লিখিত বয়ান যথেষ্ট থাকলেও অলিখিত কথ্য ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছিল স্বাভাবিক বিস্মৃতির অতলে। সে কথা মাথায় রেখে এ বইয়ের দুই লেখক–সম্পাদক ২০১২ সালে এর কথ্য ইতিহাস গবেষণা শুরু করেন। সম্পাদকের কথায় তাঁরা লিখছেন, 'আগরতলা মামলার এমনি গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে আমরা ২০১২ সালে তখন জীবিতদের মধ্যে ১০ জনের সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি গবেষণা কাজে হাত দেই। কথ্য ইতিহাস (ওরাল হিস্ট্রি) পরিকল্পনার আওতায় আমরা অভিযুক্তদের ৮ জন এবং প্রয়াত অভিযুক্তদের পরিবার ও নিকটজনদের ৪ জনের সাক্ষাৎকারের সিদ্ধান্ত নেই। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আইনজীবী এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হককে অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক কর্নেল এম এম আলীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। লিখিত উপাদান ও দলিলের শূন্যতা পূরণে এই সাক্ষাৎকারগুলো হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।'

এই বইটি যেহেতু সাক্ষাৎকারভিত্তিক, সেইজন্য কখনও কখনও বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকারে একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেগুলিকে সম্পাদনায় বর্জন করা হয়নি। বইয়ের কলেবর হয়তো তাতে বেড়েছে, কিন্তু কথোপকথন ও সাক্ষাৎকারের যে প্রাণময়তা তা বজায় থেকেছে। তার ফলে ইতিহাসের সবিস্তার তথ্য ধরে থেকেও ওই বই নীরস ইতিহাসের বই হয়ে ওঠেনি। লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি এ বইয়ের সরসতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নাজনীন প্রাককথনে লিখেছেন, 'সার্জেন্ট জহুরুল হক আমার মনে, আমার ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত স্মৃতির পাতায়, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চিত্তে অঙ্কিত রয়েছেন। আজও আমার মনে পড়ে সার্জেন্ট জহুরুল হকের উদাত্ত কণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের অমর সৃষ্টি– 'কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল — পূজার পাষাণ– বেদী।'

ইতিহাসের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত উপাদানগুলি তাই এ বইয়ের দুই লেখক — সম্পাদকের যৌথ প্রযত্নে প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসচর্চার এক আকর হয়ে উঠেছে। সুমুদ্রিত ছবি—সহ প্রায় পাঁচশো পাতার বইটি গভীর যত্নে নির্মিত। তারিক সুজাতের প্রচ্ছদ ও গ্রন্থবিন্যাস প্রশংসার দাবি রাখে। ইতিহাসের মতো তুলনায় কম জনপ্রিয় একটি বিষয়ের বই এত সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য এ বইয়ের প্রকাশক জার্নিম্যান বুকসও সচেতন পাঠকের বিশেষ ধন্যবাদের অধিকারী।

আগরতলা মামলার অনুচ্চারিত ইতিহাস ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক ঃ নাজনীন হক মিমি, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন। জার্নিম্যান বুকস, ঢাকা। ১২০০ টাকা (বাংলাদেশি)